হতে যথাযথভাবে অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রয়োজন মনে করলে প্রকল্প পরিচালকগণ আইআরডি'র পরিকল্পনা শাখার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন।

৩.৪ 'চট্টগ্রাম, মংলা, আইসিডি কমলাপুর এবং বেনাপোল কাস্টমস হাউজের জন্য কন্টেইনার ক্রয়' প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, গত অর্থবছরের শেষ কর্মদিবসে অর্থ অবমুক্ত হওয়ায় এ প্রকল্পে কোনো অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, প্রকল্পটি বর্তমান অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকায় এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থই এ অর্থবছরে ব্যয় করা সম্ভব হবে। কিন্তু গত অর্থ বছরের অব্যয়িত ২.০০ কোটি টাকা এবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ দেয়া হয়নি। অধিকন্তু, সিডি/ভ্যাট খাতে কোনা বরাদ্দ রাখা হয়নি। ফলে, নির্মাণ খাত হতে ১.৬০ কোটি টাকা সিডি/ভ্যাট খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আইআরডি'র পরিকল্পনা শাখার সিনিয়র সহকারী প্রধান বলেন যে, গত ২৮.০৮.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় আলোচ্য প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্তির জন্য এর মেয়াদকাল আরো ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ফলে, অতিরিক্ত ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুরোধের সাথে প্রকল্প দপ্তর হতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবও প্রেরণ করা দরকার। তাছাড়া, প্রকল্প দপ্তর হতে এডিপি বরাদ্দের খাত সংশোধনের প্রস্তাব পেলে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি যথাযথ তথ্য ও কাগজাদিসহ প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দের সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব জরুরীভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৫ সভায় 'ট্যাক্স এডমিনিস্ট্রেশন ক্যাপাসিটি এন্ড ট্যাক্সপেয়ার সার্ভিসেস' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। গত পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থের বিষয়ে যে প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো সে অনুসারে একটি প্রতিবেদন আইআরডি'র পরিকল্পনা শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, যথাসময়ে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন আইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছিলো। কিন্তু, আইআরডি হতে কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়ায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি পুনর্গঠিত পিসিআর আইআরডি'তে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি-তে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকায় তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা দরকার।

৩.৬ এডিপি'র অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় 'চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ' এবং 'মংলায় কাস্টম হাউজ নির্মাণ' শীর্ষক দুটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা বলেন যে, প্রকল্পদু'টির ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একবার ফেরত আসার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর পুনর্গঠণের জন্য পিডব্লিউডি'কে অনুরোধ করা হয়েছিলো। গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিডব্লিউডি কেবল 'চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রেরণ করেছে। এটি শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য এটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি পিডব্লিউডি কর্তৃক জরুরীভিত্তিতে 'মংলায় কাস্টম হাউজ নির্মাণ' প্রকেল্পর ডিপিপি আইআরডি'তে প্রেরণ এবং 'চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অর্থ বিভাগের জনবল কমিটিতে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৭ অতঃপর সভায় বিবিধ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিবিধ আলোচনায় অংশ নিয়ে আইআরডি'র অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও কর) বলেন যে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যয় সম্বলিত সকল উন্নয়ন প্রকল্পে পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য একটি পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগ হতে এনবিআর-কে তাদের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে কিন্তু এখনও কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, এনবিআর-এর প্রকল্পগুলো বিশেষ ধরনের হওয়ায় এনবিআর-এর বিদ্যমান অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সমীচীন হবে। বাইরে থেকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সহজ হবেনা। সে কারণে, যে সকল প্রকল্প শুধু নির্মাণধর্মী সে সকল প্রকল্পে বাইরে থেকে পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পেই পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি পরবর্তি এক সপ্তাহের মধ্যে চলমান সকল প্রকল্পে পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য এনবিআর হতে একটি প্রস্তাব আইআরডি'তে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৮ যে সকল জেলা ও বিভাগীয় শহরে এনবিআর-এর নিজস্ব ভবন নেই সে সকল শহরে ভবন নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জমি অনুসন্ধানের জন্য আইআরডি'র একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি গঠন করা হয়েছে। নানাবিধ কারণে উক্ত কমিটির পক্ষে সরেজমিন পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু, ইতোমধ্যে আইআরডি'র যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা) পদেও পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে, কমিটিটি পুনর্গঠন আবশ্যক বলে সভায় জানানো হয়। সভায় আইআরডি'র অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও কর)-কে সভাপতি ও সিনিয়র সহকারী প্রধানকে সদস্য-সচিব করে পূর্বের কমিটিটি পুনর্গঠন করার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। উল্লেখ্য, পুনর্গঠিত কমিটি ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৪. সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৪.১ প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে যথাযথভাবে কর্ম পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রারম্ভিক কার্যাদি সম্পন্ন করে প্রকল্প পরিচালকগণ অধিকতর আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে জুলাই মাস হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

৪.২ এসজিপি ও ভ্যাট অনলাইনসহ সকল প্রকল্পে সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক যথাসময়ে অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রয়োজন মনে করলে প্রকল্প পরিচালকগণ আইআরডি'র পরিকল্পনা শাখার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন;